গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hajj.gov.bd

নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.৩০.০০২.১৭-৪৬৬ তারিখ ঃ ০৩/০৪/২০১৭খ্রিঃ

বিষয় : প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য জরুরি অনুসরণীয় বিষয়সমূহ।

১। (ক) **হজের ফরজ :**

১. ইহ্‌রাম বাঁধা;
২. উকূফে আরাফা অর্থাৎ ৯ জিলহজ জোহরের পর থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও আরাফায় অবস্থান করা;
৩. তাওয়াফে জিয়ারত করা। অর্থাৎ ১০ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হজের তাওয়াফ করা।

(খ) **হজের ওয়াজিব :**

১. ৯ জিলহজ রাতে মুজদালিফায় অবস্থান করা;
২. সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করা;
৩. নির্দিষ্ট দিনগুলোতে জামারাতে কংকর মারা;
৪. কিরান বা তামাত্তু হজকারীর জন্য কুরবানী করা;
৫. হালাল হওয়ার জন্য মাথার চুল মুন্ডানো বা ছাঁটা;
৬. মীকাতের বাহির থেকে আগমনকারীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা।

(গ) **হজের সুন্নত :**

১. ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়া;
২. ৮ জিলহজ মিনা ময়দানে অবস্থান করা;
৩. বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করা;
৪. ৯ জিলহজ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় রওনা হওয়া। এ দিন জোহরের নামাজের পূর্বে গোসল করে নেয়া;
৫. ১০ জিলহজ সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে মুজদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া;
৬. ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ রাতে মিনায় অবস্থান; ইত্যাদি।

২। প্রাক্-নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) এবং নিবন্ধনের জন্য মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP) থাকতে হবে। পাসপোর্টের মেয়াদ হজের দিন হতে পরবর্তী ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস থাকতে হবে। তবে ১৮ (আঠারো) বছর বা নিম্নবয়সী হজযাত্রীর জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের স্থলে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন হবে।

৩। মহিলা হজযাত্রী কেবলমাত্র শরিয়তসম্মত মাহ্‌রাম-এর সাথে হজে যেতে পারবেন।

৪। হজযাত্রী নিবন্ধনের পর এবং ভিসা লজমেন্টের পূর্বে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা পর্যায়ে প্রত্যেক হজযাত্রীর ১০ (দশ) আংগুলের ছাপ সংগ্রহ করা হবে বিধায় হজযাত্রীকে ঐ জেলার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অফিস/সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

৫। পাসপোর্টের তথ্য পাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে গাঁথা বা অন্য কোনভাবে ছিদ্র না করা।

৬। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীকে হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীকে অনুমোদিত হজ এজেন্সীর মাধ্যমে সৌদি দূতাবাস হতে ইস্যুকৃত হজ ভিসা সংগ্রহ করতে হবে।

৭। সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীকে পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাত্রার ন্যূনতম ৩ (তিন) দিন পূর্বে হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় আগমন করতে হবে। হজ অফিসে অবস্থানকালে হজের বিভিন্ন

আহ্কাম-আরকানসহ জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা ও অডিও ভিজুয়্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হজযাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সহি-শুদ্ধভাবে হজ করার জন্য এ প্রশিক্ষণ অতীব জরুরি।

৮। হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকাতে নির্ধারিত মূল্যে হজযাত্রীদের খাবার সরবরাহের জন্য হজ অফিসে ৩টি ক্যান্টিন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা খোলা থাকে। হজ অফিসে অবস্থিত ডরমিটরীতে শুধুমাত্র হজযাত্রীরা অবস্থান করতে পারেন বিধায় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে নিয়ে আসাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, হজ অফিস ধুমপান মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষিত।

৯। বিমান টিকিট, পাসপোর্ট, হেল্থ কার্ড ও বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি অবশ্যই হজযাত্রীর নিজের কাছে সাবধানে রাখতে হবে।

১০। সৌদি আরবে আইডি কার্ড, কব্জিবেল্ট, মোয়াল্লেম কার্ড, হোটেলের কার্ড ইত্যাদি সার্বক্ষণিক শরীরের সাথে বেঁধে রাখতে হবে; যাতে হজযাত্রী হারিয়ে গেলে বা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে (আইডি কার্ড, কব্জিবেল্ট, মোয়াল্লেম কার্ড, হোটেলের কার্ড) দেখে সহজে সনাক্ত করা যায়।

১১। গাইডসহ প্রয়োজনীয় ব্যক্তি, হোটেল/অফিসের যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখতে হবে।

১২। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ট্রলিব্যাগে হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, মোয়াল্লেম নম্বর, হজ এজেন্সীর নাম, লাইসেন্স নম্বর এবং সৌদি আরবে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সীর প্রতিনিধির মোবাইল নম্বরসহ ঠিকানা ইংরেজীতে লেখা বাধ্যতামূলক।

১৩। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ট্রলিব্যাগে হজযাত্রীর নাম, বাংলাদেশের মোবাইল নম্বর ও পাসপোর্ট নম্বরসহ ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।

১৪। প্রত্যেক হজযাত্রীকে হজে গমনের কমপক্ষে ১০ দিন পূর্ব হতে অনূর্ধ্ব ৩ বছরের মধ্যে ভেকসিন গ্রহণ করতে হবে। হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতাল/মহানগর/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিষেধক টিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য যে, ৭০ বছর বা ততোধিক বয়স্ক হজযাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট হতে বিশেষ স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

১৫। প্রত্যেক হজযাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে মেডিকেল তথ্য সংবলিত আইডি কার্ড বহন করতে হবে। আবেদনপত্রে মেডিকেল তথ্যাবলী যথাযথভাবে পূরণ বাধ্যতামূলক।

১৬। ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ কোন ক্রনিকরোগী প্রেসক্রিপসনসহ অবশ্যই ৫০ দিনের ঔষধ সঙ্গে বহন করবেন। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র বহনের ক্ষেত্রে রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র সঙ্গে রাখতে হবে।

১৭। সৌদি আরবে অসুস্থতা অনুভব করলে সৌদিস্থ বাংলাদেশ মেডিকেল ক্লিনিক হতে সেবা গ্রহণ করা যাবে।

১৮। এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিমানে ভ্রমণকালে কোন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করতে পারবেন না। চাল, ডাল, শুটকি, গুড় ইত্যাদিসহ পচনশীল খাদ্যদ্রব্য যেমন, রান্না করা খাবার, তরি-তরকারি, ফলমূল, পান, সুপারি ইত্যাদি কোনক্রমেই নিয়ে যাওয়া যাবে না। বিমানে ভ্রমণকালে In Flight Video মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে এবং যথাযথভাবে তা প্রতিপালন করতে হবে।

১৯। হাতে বহনযোগ্য কেবিন ব্যাগের সাইজ হাতল ও চাকাসহ সর্বোচ্চ ২২ সে:মি: X ১০ সে:মি: X ১৮ সে:মি: হবে; যার ওজন মালামালসহ কোনক্রমেই ৭ (সাত) কিলোগ্রামের বেশি হবে না। কেবিন ব্যাগে ছুরি, কাঁচি, সুঁই ইত্যাদি ধারালো জিনিসসহ কোনরকম তরল জাতীয় পদার্থ/পানীয় বহন করা যাবে না।

২০। ব্যাগ/লাগেজে কিংবা কারো নিকট সামান্যতম কোন প্রকার মাদকদ্রব্য পাওয়া গেলে সৌদি আইন অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আবুল হাসান
সহকারী সচিব
মন্ত্রণালয়
সরকার

২১। লাগেজের বিষয়ে হজযাত্রীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সসহ বাংলাদেশ ও সৌদি কর্তৃপক্ষের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। এজন্য সকলকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক বিভিন্ন নির্দেশ/পরামর্শ ভাল করে পড়া ও প্রতিপালন করা।

২২। সৌদি আরবে হজযাত্রীর অবস্থানকাল সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন। এয়ারলাইন্স কর্তৃক হজযাত্রীর ফিরতি ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস বাংলাদেশেই প্রদান করা হবে। কোন হজযাত্রী বোর্ডিং পাস হারিয়ে ফেললে (ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে) বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/মদিনা/জেদ্দার প্রত্যয়ন সাপেক্ষে ডুপ্লিকেট বোর্ডিং পাস ইস্যু করা হবে।

২৩। হজের সার্বিক খরচ ছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রী ১০০০ (এক হাজার) মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

২৪। হজযাত্রী ও এজেন্সীর মধ্যে হজ প্যাকেজে ঘোষিত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত চুক্তিপত্রের কপি (ফরম-১৫) হজযাত্রীর সঙ্গে নিতে হবে। বিশেষ করে আবাসন, মিনায় তাঁবুতে সুবিধাদি, ন্যূনতম মোয়াল্লেম সেবা ক্রয়ের তালিকা ইত্যাদি এজেন্সীর নিকট হতে বুঝে নিতে হবে।

২৫। জেদ্দাস্থ বিমানবন্দরে চেক-ইন কার্যক্রম সম্পূর্ণ সৌদি সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে একত্রে অনেকগুলো হজ ফ্লাইট অবতরণের কারনে ইমিগ্রেশন/চেক-ইন ইত্যাদিতে ৪-৫ ঘন্টা/আরো বেশি সময় লাগতে পারে। কাজেই ধৈর্যসহকারে বিমানবন্দরের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে হবে। বিমানবন্দরের কার্যক্রম সমাপ্তির সাথে সাথে সৌদি কর্তৃপক্ষ পরিবহনযোগে হজযাত্রীদের আবাসস্থলে (বাড়ি/হোটেল) পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে। হজযাত্রীরা তাদের মালামাল নিজেরা বহন করবেন না এবং পরিবহনের জন্য কোন প্রকার বখশিসও প্রদান করবেন না। কেননা উক্ত মালামাল পরিবহনের সকল অর্থ অগ্রিম পরিশোধ করা হয়েছে।

২৬। জেদ্দাস্থ বিমানবন্দর অথবা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমনকালে হজযাত্রীদের সাথে অথবা হজ এজেন্সীর বৈধ প্রতিনিধির নিকট মদিনায় আবাসনের চুক্তির কপি থাকতে হবে।

২৭। রাস্তায় যাতায়াতের সময় নিজেদের নিরাপত্তার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। দৌঁড়ে রাস্তা পার না হয়ে সতর্কতার সাথে রাস্তা পার হতে হবে।

২৮। জেদ্দা-মক্কা-মদিনা-মিনা-আরাফা ও মুজদালিফায় যানবাহনে যাতায়াতের সময় যথাসম্ভব নিজ কাফেলার সাথে দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করতে হবে।

২৯। কোথাও যাতায়াতকালে বাসের জন্য অনেক পূর্বেই বাড়ি/হোটেল হতে বের হওয়া যাবে না; বরং সূর্যের তাপ এড়ানোর লক্ষ্যে বাসায় অবস্থান করতে হবে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মালামাল তাদের বহনকারী বাসে নিতে হবে।

৩০। কোনক্রমেই হজযাত্রী নিজে মালিক নন এমন মালামাল (অর্থ, মূল্যবান পাথর, ধাতব পদার্থ) বহন করা যাবে না।

৩১। ভ্রাম্যমান কারও নিকট থেকে কোন কিছু কেনা/খাওয়া যাবে না; কেননা উক্ত পণ্যের গাঁয়ে উৎপাদনের তারিখ ও স্থান উল্লেখ নাও থাকতে পারে।

৩২। হজের পূর্বে ২৫ জিলকদ ১৪৩৮ হিজরির পরে কোন হজযাত্রী মক্কা-আল-মোকাররমা কিংবা জেদ্দা থেকে সড়কপথে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমন করতে পারবেন না।

৩৩। হজের পূর্বে ৫ জিলহজের পরে কোন হজযাত্রী মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় অবস্থান করতে পারবেন না।

৩৪। হজের পর মক্কা থেকে ১৪ই জিলহজের পূর্বে কোন হজযাত্রী মক্কা-আল-মোকাররমা থেকে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমন করতে পারবেন না।

৩৫। সৌদি আরব অবস্থানকালে কোনরূপ রাজনৈতিক আলোচনা/মতবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে। এমনকি পোস্টার বা পুস্তিকা বিতরণ অর্থাৎ যা বায়তুল্লাহর হজ পালনকারীকে হজের হুকুম-আহ্‌কাম পালন ও অন্যান্য ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং হজের পবিত্রতা নষ্ট করে এমন কোন কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে।

৩৬। সহজে সনাক্ত করার সুবিধার্থে/হারিয়ে যাওয়া রোধ করতে মহিলা হজযাত্রীদের স্কার্পের মধ্যভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ছাপ অবশ্যই থাকতে হবে।

৩৭। শান্তিপূর্ণভাবে নিরাপত্তার সাথে পাথর নিক্ষেপে গ্রুপকরণের বিষয়টি অতীব গুরুত্ব বহন করে। সেক্ষেত্রে কোন প্রকার কষ্টকর কাজ কিংবা ভীড় এড়িয়ে চলা উচিত। পাথর নিক্ষেপের ব্যাপারে সৌদি হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করতে হবে। পাথর নিক্ষেপের পথে কিংবা হারাম শরীফে অধিক ভীড়ের সময় হজযাত্রীকে ডিজিটাল বোর্ডে, আল্ মাশায়ের আল্ মোকাদ্দাসায় বিভিন্ন স্ক্রীনে, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রেরিতব্য সতর্ক বার্তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে। বিশেষ করে মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করা যাতে হজযাত্রীরা হারিয়ে না যায়।

৩৮। হজযাত্রী সরকারি কাগজপত্র ও নগদ অর্থ যথাযভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে মোয়াচ্ছাছা অফিস, আদিল্লা অফিস, মাঠ পর্যায়ে সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থা, আবাসনের আমানত বিভাগ, বাংলাদেশ হজ অফিস, কোম্পানী বা ট্রাভেলস এজেন্সীর কাছে জমা রাখতে হবে। তবে সকল ক্ষেত্রেই জমা রাখার প্রয়োজনীয় রিসিট গ্রহণ করতে হবে; যা পরবর্তীতে তার/প্রতিষ্ঠানের নিকট জমা রাখার প্রমান বহন করে। তবে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ফটোকপি সংরক্ষণ জরুরি।

৩৯। কোনক্রমেই মক্কা-আল-মোকাররমা এবং মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় অবস্থিত পবিত্র হারাম শরীফদ্বয়ের নিকটতম প্লাজায় বা রাস্তায় অবস্থান করা যাবে না। তেমনিভাবে আল মাশায়ের আল মোকাদ্দাসায় (মিনা-আরাফা ও মুজদালেফা) পাথর নিক্ষেপের স্থানে কোন রাস্তায়/জায়গায় অবস্থান করা যাবে না।

৪০। ডাস্টবিন/নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না।

৪১। পানি ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে। কোথাও বেশী পরিমাণে পানি ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়াও জমজমের পানি পানের ক্ষেত্রে ঠান্ডা/স্বাভাবিক পানি নিজের চাহিদা অনুযায়ী সতর্কতার সাথে পান করা উচিত, কেননা অধিক ঠান্ডা পানি পান করলে জ্বর-ঠান্ডা-কাশিজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৪২। নির্দিষ্টস্থানে/সেলুনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাথা কামাতে হবে কিংবা চুল ছাটাতে হবে; যা তাকে সুস্থ্য ও নিরাপদ রাখবে এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকবে।

৪৩। মদিনা-আল-মুনাওয়ারা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় জুল-হুলাইফা মিকাতে ইহ্‌রাম পরিধান ও নিয়তের জন্য সময় নষ্ট করা যাবে না বরং ইসলামী শরীয়তমতে বাসা থেকে গোসল করে ইহ্‌রাম পরিধান করে আসতে হবে এবং মিকাতে এসে নামাজ আদায়পূর্বক নিয়ত করতে হবে।

৪৪। মদিনা-আল-মুনাওয়ারার ঐতিহাসিক পবিত্র স্থানসমূহ জিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট হজযাত্রী নিয়ে মদিনাস্থ আদিল্লা অফিসের মাধ্যমে যেতে হবে নতুবা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিংবা অনির্দিষ্টস্থানে নিয়ে যেতে পারে।

৪৫। হাজী অবস্থানের বাড়ি/হোটেলে রান্না করা এমনকি চা বানানো বা কাপড় ইস্ত্রি করা নিষিদ্ধ। একইভাবে জরুরি বহির্গমনপথ কোন অবস্থাতেই (প্রয়োজনীয়/অপ্রয়োজনীয়) কোনকিছু রেখে বন্ধ করা যাবে না কিংবা ভবনের কোথাও অতিরিক্ত জিনিস জমা রাখা যাবে না।

৪৬। কুরবানীর টাকা ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকে জমা দেয়া সৌদি সরকার কর্তৃক একমাত্র স্বীকৃত ব্যবস্থা। প্রতারণা এড়ানোর জন্য নিধারিত ব্যাংক/বুথে টাকা জমা দিয়ে টোকেন/রশিদ গ্রহণ করাই উত্তম।

৪৭। হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে হজযাত্রীদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ এবং আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে **www.hajj.gov.bd** হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা যাবে।

৪৮। হজ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হজ সফরকালে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর হুকুম এবং রাসুল (সা:) এর তরিকা মনে রাখতে হবে। এমন কোন আচরণ বা কাজ করা যাবে না যাতে আপনার হজ ত্রুটিযুক্ত হয় এবং পবিত্রভূমিতে দেশ-বিদেশের হাজীদের সামনে আপনার বা দেশের সুনাম নষ্ট হয়।

৪৯। সৌদি আরবে পৌঁছে মোবাইলের সীম সংগ্রহ করা একটি সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। সহজে সীমকার্ড পেতে আপনাকে পাসপোর্টের পিছনে লাগানো নাম্বার/কোড অবশ্যই আপনার সাথে রাখতে হবে।

৫০। হজ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল বিধি-বিধান হজযাত্রী ও সকল এজেন্সী মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। হজ সংক্রান্ত যে কোন জরুরি প্রয়োজনে ঢাকা ও সৌদি আরবস্থ (মক্কা/মদিনা/জেদ্দা) হজ অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

০২/৪/২০১৭

মো: আব্দুল জলিল
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.৩০.০০২.১৭-৪৬৬ তারিখ ঃ ০৩/০৪/২০১৭খ্রিঃ

বিতরন (জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন বিমান বন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব/সচিব, সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ...।
৫. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, ঢাকা।
৬. মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব।
৭. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ ময়মনসিংহ।
৯. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১১. প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।
১২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:, বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ ভাইস-প্রেসিডেন্ট.. ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (এ বিষয়ে তাঁর আওতাধীন শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৪. যুগ্মসচিব (সকল) ....ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. কনসাল জেনারেল, কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ, জেদ্দা, সৌদি আরব।
১৬. কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা, সৌদি আরব।
১৭. পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৮. জেলা প্রশাসক (সকল)...।
১৯. পরিচালক, হজ অফিস, বিমানবন্দর, ঢাকা।
২০. পুলিশ সুপার, (সকল)...।
২১. সিভিল সার্জন (সকল)...।
২২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)...।
২৪. মাননীয় সভাপতির একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৭. উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সকল জেলা)...।
২৮. কান্ট্রি ম্যানেজার, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২৯. উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (এই নির্দেশিকাটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩০. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার (সকল)...।
৩১. সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সীজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), ঢাকা, সাত্তারা সেন্টার (১৬ তম তলা), হোটেল ভিক্টোরি, ৩০/এ নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা (সকল হজ এজেন্সীকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।
৩২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লি:, ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা (সংযুক্ত নির্দেশিকাটি হজের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।

৩৩. সম্পাদক/বিজ্ঞাপন ম্যানেজার দৈনিক..... পত্রিকা (সংযুক্ত নির্দেশিকাটি তার পত্রিকার নির্দিষ্ট কলামে ১ (এক) দিনের জন্য..... পাতায় প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।

৩৪. স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক,.....।

৩৫. জনাব.....।

০৩/০৪/২০১৭

মো: আবুল হাসান
সিনিয়র সহকারী সচিব (হজ-১)
ফোন: ৯৫৮৪৩২২
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।